কিশের চিঠি
সাইদ হোসেন

কিশের চিঠি

****

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০৮

Date of first edition publication: November, 2008

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© Published by Sayed Hossain

Contact Address:
Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

© Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

© Kisher Chiti by Sayed Hossain.

ISBN No. 978-983-43934-7-2

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

** A journey to Kish Island, 2008. A short story.

কিশ আইল্যান্ড

উড়োজাহাজটা যখন এয়ারপোর্টে ছুলো, তখন বেলা পড়ে আসছে । সূয্যি মামা কিছুক্ষণের মধ্যে তলিয়া যাবে সাগরের তলদেশে । সারারত জিরাবে সে তারপর ভোর হলে উঠে আসবে সাগরের তল থেকে । তারপর ছড়িয়ে দেবে তার আলো পারস্য পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই কিশ-আইল্যান্ডে ।

কতটুকু এলাকা নিয়ে এই কিশ আইল্যান্ড? এখানে আসবার আগে খুব ভাল ভাবে পড়াশোনা করে এসেছি কিশ-আইল্যান্ড নিয়ে । ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সব তথ্য নিয়েছি যেন এখানে এসে হাবুডুবু খেতে না হয় । কিশের ইতিহাস, সীমনা, আয়তন ইত্যাদি নিয়ে একটা ফাইল খুলেছি । সেই ফাইলে ভাগ ভাগ করে তথ্য বিন্যাস করে রেখেছি যেন হাত বাড়ালে পাওয়া যায় ।

সব মিলিয়ে ৯২ স্কয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভেসে আছে এই কোরাল দ্বীপ । পারস্য সাগরে কোরাল জমে জমে গড়ে উঠেছে এই নাতিদীর্ঘ দ্বীপ । যে দিকে তাকাই না কেন বালু আর মরুভূমির উষ্ণতা । এই উষ্ণতার মাঝে গড়ে উঠেছে কিশ ফ্রি-পোর্ট । বিদেশীদের বিনিয়োগের জন্য ইরান সরকার খুলে দিয়েছে এই কিশ-আইল্যান্ড । এখানে আসতে কোনো ভিসা লাগে না । যে কেউ ঘুরে যেতে পারে ।

দুবাই থেকে প্লেনে উঠেছি বিকেল পাঁচটায় । আধঘন্টা যেতে না যেতেই Land করবার জন্য তোড়জোড় শুরু হলো । দেখতে দেখতে ছোট্ট ফকার প্লেনটা নেমে এলো কিশের মাটিতে । শুরু হলো আমার বার দিনের কিশ সফর ।

কেন এখানে এলাম সে নিয়ে কিছু বলি । স্রেফ ঘুরে ফিরে যাব সেটি হচ্ছে না । কিশ ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে এসেছি বার দিনের জন্য । বার দিনে চল্লিশ ঘন্টা লেকচার দেবো অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে । এর মধ্যে আমার প্রিয় মনিটারি অর্থনীতি থাকছে বড় অংশ জুড়ে । ঠিক কতটা টাকা বাজারে ছাড়তে হবে অথবা কি পরিমাণ টাকা তুলে নিতে হবে, তার একটা যুৎসই হিসেব দেবার চেষ্টা করবো । বাজারে টাকা ছাড়বার বা তুলে নেবার হিসেবটা নির্ভূল হওয়া চাই কারণ এই হিসেবে ভুল হলে অর্থনীতিতে দোদুল্য শুরু হয়ে যাবে । নেমে আসবে অর্থনৈতিক খড়গ হস্ত ।

গ্রীক জাহাজ

একদিন বিশ্রাম নিয়ে শুরু হলো লেকচার । ছোটখাট ছিমছাম কিশ ইউনিভার্সিটি, একেবারে সদর রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে । এদিকে এগুলে পারস্য সাগর । সকাল-বিকেল সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে কিশের পাড়ে । সারাদিন ক্লাসের শেষে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াই সাগরের পাড়ে । ঐ তো সূর্য তলিয়ে যাচ্ছে সাগরের তলদেশে । গোধূলির শেষ আলো এসে পড়েছে আমার নাকে মুখে ।

প্রতিদিন সকালে ইউনিভার্সিটির গাড়ি এসে দাঁড়ায় আমার হোটেলের সামনে । ধুপ-দুরস্ত পোশাক পড়ে নেমে আসি আমি । ড্রাইভার সাহেব লম্বা একটা সালাম দিয়ে হেসে দেয় । আমি উঠে এলে সে হাকিয়ে দেয় ওর গাড়ি । দশ মিনিট গেলেই ইউনিভার্সিটির লোগো চোখে পড়ে । ধু ধু মরুভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এই কিশ ইউনিভার্সিটি ।

সাইদ, তুমি কি ফ্রি আছো ?

আমি তাকিয়ে দেখলাম শাশা দাঁড়িয়ে আছে । হালকা পাতলা মেয়ে মানুষ, সোনালী কুন্তলে ঢেকে আছে চুলের রাশি । সারা মুখে পিনকের ছড়াছড়ি ।

হেসে হেসে কথা বলে মেয়েটা । আমি আর শাশা পড়াচ্ছি এই কোর্সটা । শাশার আদি পুরুষেরা এসেছিলো তেহরান থেকে তারপর ওরা বিয়ে সাদি করে থেকে গেছে এই কিশ আইল্যান্ডে । সেই থেকে শাশারা ।

আমি বললাম, ইয়েস, ফ্রি আছি । কেন বলতো ?

- চলো তোমাকে গ্রীক জাহাজ দেখিয়ে আনি ।
- ঠিক আছে চলো, এই বলে উঠে দাঁড়ালাম ।

শাশার প্রকান্ড গাড়িতে চড়ে বসেছি । ঘিয়া রংয়ের গাড়ি, সামনের দিকটা খুব মজবুত । খাটি ইস্পাতের ব্লেড দিয়ে বানিয়েছে বলে মনে হলো ।

এই কিশ আইল্যান্ডে সব ধনী লোকদের আবাস । বাড়ি-ঘর গুলো কেমন ছবির মতন । বড় বড় গাড়ি রাস্তায় চোখে পড়ে । সদর রাস্তা দিয়ে ছুটে যায় ওরা ।

গাড়িটা সদর রাস্তায় পড়তেই শাশা বললো, তারপর বলো কেমন লাগছে? হাঁপিয়ে যাও নি তো এ কদিনে ?

- কি যে বলো, হাঁপাবো কেন ? মরুভূমি দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে ।

- আগে কখনো মরুভূমি দেখেছো ?

- দুবাইতে দেখেছিলাম কিন্তু এতো কাছ থেকে কখনো দেখিনি ।

- মরুভূমির কোন জায়গাটা তোমার ভাল লাগে ?

আমি হেসে বললাম,

মরুভূমি থেকে যে শুষ্ক-গন্ধ ভেসে আসে, সেইটে সবচেয়ে ভাল লাগে ।

- এতদিন ধরে আছি, কৈ কখনো তো শুষ্ক গন্ধ পাইনি ?

- তোমার সয়ে গেছে তাই পাও না । আমরা যারা নূতন আসি তারা বুঝতে পারি ব্যাপারটা ।

শাশা কিছু বললো না । মনে মনে ব্যাপারটা ভাবতে লাগলো ।

কিশের সুপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি হাকিয়ে দিয়েছে শাশা । কিছুক্ষণ যেতেই নির্জন মরুভূমি চলে এলো । রাস্তার দুধারে ছোট ছোট গাছ আর তারি মধ্যে দিয়ে রাস্তা । গাছের ওপারে মরুভূমি, সেই মরুভূমিতে হরিণের উপস্থিতি নজরে এলো । মরুভূমির মাঝে হরিণ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম ।

বললাম, হরিণ এলো কই থেকে ?

শাশা বললো,

ছেলেবেলা থেকে দেখি হরিণগুলো কিন্তু কই থেকে এলো, কিভাবে এলো বলতে পারছি না । তুমি চাইলে বাবাকে জিঙাসা করতে পারি ।

- প্লিজ, খুব জানতে ইচ্ছে করছে । তারপর একটু থেমে বললাম, তুমি কি কিশেই থাকো ?

- আমার বাবা ব্যংকের ম্যানেজার । কিশ ইউনিভার্সিটির পাশেই বাবার অফিস । ছোট্র একটা বাড়ি বানিয়েছেন বাবা সাদি স্ট্রীটে । সেখানে আমরা থাকি ।

আমি বললাম, এখানে থেকে যাবে না ইরানের মূল ভুখন্ডে ফিরে যাবে ?

- সে ধরনের কোন প্ল্যান নেই । পারস্য সাগরের পাড়ে থাকতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি । মাঝে মাঝে ইরানের মূল-ভূখন্ডে ফিরে যাই কিন্তু কেন জানি এ্যাডজাস্ট করতে পারি না । কদিন থেকে হাঁপিয়ে উঠি তারপর ফিরে আসি কিশে ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

শাশা একটু থেমে বললো, মরুভূমির কথা তো বললে । আর কি কি ভাল লাগে তোমার ?

আমি হেসে বললাম,

পারস্য সাগরে দাঁড়িয়ে আছরে পড়া ঢেউ দেখতে ভাল লাগে । তখন মনে হয় রুমি, শেখসাদি আর হাফিজের কথা । ওদের লেখা অনেক পড়েছি কিন্তু কখনো ওদের দেশে আসবো ভাবিনি ।

- কি কি পড়েছো ?

আমি বললাম,

শেখ সাদির গুলিস্তা আর বুস্তা খুব মন দিয়ে পড়েছি । তারপর পড়েছি রুমির মাছনাবি: আমি মাওলানা রুমি হতে পারতুম না যদি না সামসতিবরিজের হাতে না হাত রাখতুম ।

- মাছনাবি থেকে বললে ?

- ঠিক তাই, এই বলে আমি হেসে দিলাম । তারপর বললাম, এই সামতিবরিজকে তুমি চেনো ?

- সামতিবরিজকে চিনবে না এরকম মানুষ তুমি ইরানে পাবে না সাইদ । সে তো রুমির গুরু । ওর কাছে দীক্ষা নিয়েই তো রুমি মাছনাবি লিখেছে ।

- আর কি কি পড়েছো ?

আমি বললাম,

রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম পড়েছি । এর পরে পড়েছি সোহরাব রোস্তম । সোহরাব রোস্তম নিয়ে সিনেমা হয়েছে বাংলাদেশে ।

- এত সব পড়লে কি করে ? এগুলো তো ফার্সিতে লেখা ।

আমি হেসে বললাম,

ইরানের কবিরা বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় তাই ওদের লেখা বাংলায় অনুবাদ করবার লোকের অভাব নেই ।

- তুমি বুঝি তোমার ভাষাকে খুব ভালবাস সাইদ ?

আমি উত্তর দিলাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

- বললে না যে ?

আমি হেসে বললাম, কে না তার ভাষাকে ভালবাসে ? ওরা যে আমাদের নাড়ীর সাথে মিশে আছে ।

শাশা কিছু বললো না ।

আমি একটু পরে বললাম, এই রুমি, শেখসাদি, ওমর খৈয়ামরা আসলে কি বলতে চেয়েছে ?

আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই শাশা বলে উঠলো,

লোভমুক্ত অহিংস জীবনের কথা বলেছে ওরা । তুমি ততটুকু ধার্মিক, যতটুকু তুমি লোভমুক্ত ।

আমি কিছু বললাম না । শাশার কথাটা ভাবতে লাগলাম ।

একটু পড়ে শাশা বললো,

বাংলাদেশের কোন জিনিষটা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে ?

- টিনের চাল ছাপিয়ে যখন বৃষ্টি নেমে আসে, সেইটে সবচেয়ে ভাল লাগে ।

- আর কিশের মরুভুমি ?

আমি হেসে বললাম,

কিশের মরুভুমি অন্য ধাচে গড়া । এখানে যেমন সাগরের শীতলতা আছে তেমনি আছে মরুভূমির উষ্ণতা । এ এক অন্য স্বাদে ভরা ।

দেখতে দেখতে গ্রীক জাহাজ চলে এলো । দেখলাম একটা পুরোনা জাহাজ সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে । সারা গায়ে জম পড়ে গেছে ওর । সাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ওর গায়ে । বলা হয়ে থেকে আজ থেকে কয়েক যুগ আগে ভিন দেশের নাবিকরা জাহাজটা ফেলে গিয়েছিলো । সেই থেকে জাহাজটা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে । অনেক পর্যটক আসে এইটে দেখতে ।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এলো । আলো কমে আসছে খুব তাড়াতাড়ি । তাকিয়ে দেখলাম শাশার সোনালী চুলে সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে । ইরান দেশটা ইসলামি আইনে চলে বলে মেয়েদের হিজাব পড়তেই হয় । শাশাও হিজাব পড়েছে কিন্তু সামনের দিককার চুলগুলো বেরিয়ে আছে । পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়তেই ওগুলো ঝলঝল করে উঠলো ।

চা-পানি কিছু খাবে ? শাশা বলে উঠলো ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম তারপর হাঁটা দিলাম শাশার সাথে । সমুদ্র পাড় ঘেষে অনেকগুলো রেষ্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে । ওর একটাতে গিয়ে বসলাম আমরা । তাকিয়ে দেখলাম সূর্য তলিয়ে যাচ্ছে পারস্য সাগরে । গ্রীক জাহাজটা আস্তে আস্তে আবছা হয়ে এলো । আশেপাশে লোকজন কমে এসেছে ।

শাশা গিয়ে চা আর কাবাবের অর্ডার দিয়ে এলো ।

- তোমার তো যাবার দিন ঘনিয়ে এলো সাইদ ?

- হু আর চারদিন আছি তারপর ফিরে যাব ।

- আর আসবে না ?

- তোমরা দাওয়াত দিলে নিশ্চয় আসবো ।

শাশা হেসে দিলো ।

আমি বললাম, হাসলে যে ?

- হাসছি কারণ তোমার কথা বলার ঢং খুব নূতন । আগে কখনো শুনিনি এভাবে ।

আমি বললাম, এরকম কেনো হয় ?

শাশা বললো,

সম্ভবত শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতির বিভিন্নতার জন্য মানুষের সুর, কথা বলার ঢং এক দেশ থেকে অন্য দেশে আলাদা । তোমার কথাগুলো খুব নূতন লাগছে ।

আমি বললাম, তো আমার কথাগুলো কেমন মনে হচ্ছে তোমার ?

- মিষ্টিতে মিষ্টিতে ভরা, এই বলে শাশা হেসে দিল ।

দেখতে দেখতে ডলফিনের কাবাব এলো । এ দেশে কাবাব খুব জনপ্রিয় । যে কদিন থেকেছি, বিভিন্ন ধরনের কাবাব খেয়ে পার করেছি । কাবাবের প্লেটটা এগিয়ে দিল শাশা । স্টিলের চামচটা সুন্দর করে মুছলো তারপর পানি আর চায়ের গ্লাসটা আমার ডানে দাঁড় করিয়ে দিলো ।

এবার শুরু করো, সাইদ ।

ধন্যবাদ, বলে আমি খেতে শুরু করলাম ।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

পারস্য সাগর

রাত একটু বাড়তেই বেরিয়ে পড়লাম । আমার হোটেল থেকে পারস্য সাগর দশ মিনিটের পথ । সাথে নিয়েছি ক্যামেরা, মোটা কম্বল আর চাদর । ঠিক করেছি সাগরের পাড়ে রাত কাটাবো । আগামীকাল কোন পড়ানো নেই তাই রাতভর সাগরের সাথে মিতালী করতে কোন অসুবিধে দেখছি না ।

দেখতে দেখতে সাগর চলে এলো । দূর থেকে সাগড়ের তোড়জোড় কানে আসছিল । কাছে আসতে দেখলাম পূর্ণিমার আলোতে থই থই করছে চারিপাশ । সেই আলোর প্রক্ষেপণ গিয়ে পড়েছে গাছ-গাছালির ফাঁকে । ছেলে-মেয়েরা কুন্ডলি পাকিয়ে জমাট আসর বাধিয়েছে সাগরের পাড়ে । অনেকে আবার বউ বাচ্চা নিয়ে এসেছে । আশেপাশে ছোট ছোট দোকান চোখে পড়লো । লোকজন চা-পানি খাচ্ছে সেখান থেকে কিনে । অনেকে আবার হুক্কা টানছে । ইরানে হুক্কা খুব জনপ্রিয় । সুযোগ পেলে হুক্কা নিয়ে বসে যায় ওরা । বাংলাদেশের কলকির আদলে গড়া এই হুক্কা ।

ইচ্ছে করেই সবার থেকে তফাতে বসেছি । ভারী কম্বলটা বিছিয়ে দিয়েছি চিক চিকে বালুর পরে তারপর ওর উপরে গিয়ে বসলাম । আপনাতেই কম্বলটা চুপসে এলো আমার ভারে । গা এলিয়ে দিলাম সাগরের দিকে মুখ করে । কি ফকফকা সাদা জোছনা । থেকে থেকে জোয়ারের ঢেউ এসে পড়ছে আমার পায়ের কাছে । সেই জোয়ারের মাথায় ধবধবে সাদা ফেনা । পূর্ণিমার আলোতে ওগুলো আরো সাদা মনে হলো ।

দেখতে দেখতে পূর্ণিমা মাথার উপর এলো । মনে পড়লো বাংলাদেশের কথা । মাঝে মাঝে শীতকালে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যেতাম কদিনের জন্য । যমুনার পাড়েই আমাদের গ্রাম তাই গ্রামে বসে নদীর তোড়জোড় কানে আসতো । যে কদিন থাকতাম, গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াতাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে । হাঁটতে হাঁটতে একসময় গ্রামের সীমানা ফুরিয়ে আসতো । আর একটু এগুলে বেতিল । ওদিকে না এগিয়ে ফিরে আসতাম বাড়ির দিকে । মাঝে মাঝে রাত বিরেতে মোটা কাঁথা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়তাম পূর্ণিমা দেখতে । আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল ক্ষেতখোলা । তখন কৃষকেরা শর্ষে চাষ করেছে ।

যেদিকে চোখ যায়, শুধুই শর্ষে । কিছুদুর হাটলেই মাথা ভিজে উঠতো পানি আর শিশিরে । তাই যতবার হাঁটতে বেরিয়েছি, শক্ত করে মাথা মুড়ে নিয়েছি ভারি মাফলার দিয়ে ।

সাগড়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি যতদূর চোখ যায় । থেকে থেকে জিল জিল করছে সাগরের পানি । পেছন থেকে সাইকেলের শব্দ পেলাম । তাকিয়ে দেখলাম সাগরের পাড় ঘেষে চিকন রাস্তা চলে গেছে । লোকজন সেই রাস্তা দিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে চলেছে । থেকে থেকে হর্ণ দিচ্ছে ওরা । আমি উঠে গিয়ে একটা সাইকেল ভাড়া করলাম তারপর সাই সাই করে ওটা হাকিয়ে দিলাম । হু হু করে সাগরের বাতাস ঢুকতে লাগলো আমার জামা-প্যান্টুলনের ভেতর দিয়ে । দেখতে দেখতে আমার ডানে-বামে বেশ কয়েকজন সাইকেল চালিয়ে এলো । শুরু হলো সাইকেল দৌড় । কতক্ষণ চলেছি জানিনা কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সাগর পাড় থেকে বেরিয়ে আসছি আমরা । তাই সাইকেল রেস ক্ষ্যান্ত দিয়ে ফিরে চললাম সাগরের দিকে ।

সাইকের ফেরত দিয়ে আবার এসে বসেছি পারস্য পাড়ে । খুব তেষ্টা পেয়েছে । দুই ঢোক পানি খেয়ে বুঝলাম ক্ষিদে লেগেছে । দোকানে গিয়ে বার্গারের অর্ডার দিলাম, সেই সাথে মধু । এদেশে নানা রকমের মধু পাওয়া যায় । স্বাদে স্বাদে ভরে থাকে মধুগুলো । বার্গার খেয়ে চলেছি আর ভাবছি ছাত্রছাত্রীদের কি পড়াবো এর পরে ।

- সাইদ কখন এলে?

তকিয়ে দেখি ফারাজ এসে বসেছে আমার পাশে । আমার ক্লাসে ওকে দেখি । হালকা পাতলা ছেলে মানুষ । বয়স বিশ পেরোয়নি বলে মনে হয় । অল্প অল্প মোচ গজাতে শুরু করেছে ।

- এই তো, তুমি ?

ফারাজ বললো,

আমি এসেছি অনেকক্ষণ । ওদিকে বসে ছিলাম । হাঁটতে গিয়ে দেখি তুমি বসে আছ । ভালই হলো তোমার সাথে গল্প করা যাবে । একটু থেমে বললো, চা-পানি কিছু খাবে ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

ফারাজ গিয়ে চা নিয়ে এলো ।

চা খেতে খেতে ফারাজ বললো, তুমি মনে হয় মনিটারি অর্থনীতি পড়তে ভালবাস ?

- কিভাবে বুঝলে?

- তুমি কথায় কথায় মনিটারি অর্থনীতির উদাহরণ নিয়ে আস তাই আমাদের মনে হয়েছে । জাকের, আশা, নেদা কে জিঙাসা করে দেখো । তারাও তাই বলবে ।

আমি হেসে বললাম,

- জিঙেস করতে হবে না । আমি টাকা পয়সার অর্থনীতি পড়াতে পছন্দ করি ।

- আর কি কি পছন্দ করো ?

আমি থেমে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য তারপর বললাম,

রাতভর জেগে থাকতে পছন্দ করি । যখন ছুটি ছাটা চলে, তখন জেগে থাকি রাতভর । এখানে হাঁটি, ওখানে বসি । চা বিস্কুট খাই । টিভি ছেড়ে দেই । শেলফ থেকে বই নামিয়ে পড়তে বসি ।

ফারাজ বললো,

আমার রুটিন উল্টো । রাতে কোন কাজ না । রাতভর ঘুমিয়ে কাটাই । সব কাজ তুলে রাখি সকালের জন্য । সূর্য উঠার আগে উঠে পড়ি তারপর শুরু হয় তোড়জোড় ।

আমি বললাম,

তুমি ঠিক কাজটি করো । সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালেও কেমন ঘুম ঘুম ভাবটা থেকে যায় । রাতের ঘুমের স্বাদই আলাদা । মনে হয় রাতভর ঘুমিয়ে কাটিয়েছি ।

ফারাজ একটু থেমে বললো,

আমি ভাল ঘুমিয়েছি এই কথাটার মানে কি ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম কারণ ঘুমের সংগা নিয়ে কখনো ভেবে দেখিনি । বসে বসে ভাবতে লাগলাম । মনে পড়লো মুসা-ধরের কথা । ও একটা ঘুমের সংগা দিয়েছিলো । সেটা মনে হতেই চালিয়ে দিলাম,

- রাতভর ঘুমানোর পর যখন বিছানা তোমাকে জোড় করে তুলে দেবে, তখন বুঝতে হবে তুমি ভাল ঘুমিয়েছ ।

- বাহ, খুব সুন্দর । কোথায় পেলে এই সংগা ?

- আমার এক বন্ধু বলেছিলো ।

- তোমার বন্ধু কি করে ?

- আমারি মতন মাষ্টারি করে । নাম মুসা-ধর । ঢাকাতে বাসা । দিনরাত সিগারেট ফুকে আর বই খুলে বসে থাকে । পড়ুক বা না পড়ুক, বই খুলে বসে থাকা চাই ।

- বই খুলে বসে থাকে মানে কি .?

আমি বললাম,

কেউ বই পড়ে ঙান লাভ করে আবার কেউ কেউ বই নিয়ে বসে থেকে ঙান লাভ করে ।

- বই নিয়ে বসে থেকে ঙান লাভের মানে কি সাইদ ?

আমি হেসে বললাম,

সকালের সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের গতিবিধি অনুসরণ করে মুসা-ধর আর এই অনুসরণের মধ্যে দিয়ে যা শেখবার ও শিখে নেয় । বই পড়বার আর প্রয়োজন পড়ে না ।

ফারাজ চুপ হয়ে গেল । ভাবতে লাগলো মুসা-ধরের কথা ।

www.sayedhossain.com

ISBN No. 978-983-43934-7-2

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

বাড়ি ফেরা

পড়ানো শেষ । যে কাজে এসেছিলাম তা ফুরিয়ে এলো । এবার পারস্য সাগর পাড়ি দিয়ে মালয়শিয়া ফিরে যাব । সকাল থেকেই গোছগাছ করছি । চার পাঁচটা প্যান্টুলান এনেছিলাম সাথে করে । সেগুলো ইস্ত্রি করে ব্যাগে ভোরলাম । ব্রাশটা কই গেলো? সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না । ঠিকমতন দাঁত না মেজে একদম বের হওয়া যায় না । কেমন অস্বস্তি লাগে ।

বারান্দায় কতগুলো কাপড় মেলেছি শুকানোর জন্য । কাচের দরজা খুলে বারান্দায় এলাম । একরাশ মরুভুমির উষ্ণতা এসে আকড়ে ধরলো । ঘরের ভেতরে এয়ারকন্ডিশন চলে বলে বাইরের উত্তাপ বোঝবার উপায় নেই । এখানকার প্রতিটি বাড়িতে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা আছে তাই মরুভূমির উষ্ণতা বোঝবার উপায় নেই ।

বারান্দায় এসে দেখলাম একগাদা বালুর স্তর পড়ে আছে । আশেপাশের বাড়ির দেয়াল আর ছাদে বালু জমে আছে । এত বালু কৈ থেকে এলো ? পরে জানতে পেরেছি মরুভুমি থেকে উঠে আসে এই বালু তারপর আস্তরণ ফেলে দেয় কিশের দালান কোঠাতে । যে কদিন থেকেছি, মরু-বালুর একটা আস্তরণ দেখেছি সারা শহর জুড়ে ।

ঠিক দশটায় শাশা এলো ।
আমি বললাম, আমি রেডি । চলো ।
আমরা নিচে নেমে এলাম । কিশ ইউনিভার্সিটির প্রকান্ড গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে । ঝটাপট গাড়িতে উঠে বসলাম ।

গাড়ি চলতে শুরু করলে শাশা বললো, আবার কবে আসছো?

- তোমরা ডাকলেই আসবো ।

- আগামী বছর তো আবার সেশন । তখন কি আসবে ?

- আর কিছু না হোক পারস্য সাগরকে দেখতে আবারও আসবো ।

- কথা যেন ঠিক থাকে সাইদ । আবার তো বলবে না আসতে পারছি না ?

- আমি কথা ভাঙি না শাশা ।

শাশা হেসে দিলো । বুঝলাম ও খুশি হয়েছে ।

একটু পড়েই দেখি কিশ এয়ারপোর্টের রাডার । মাথা তুলে ঘুরছে ও ।

The End

Please write to me with comments: sayed.hossain@yahoo.com

My domain: www.sayedhossain.com

May 10, 2009

ISBN No. 978-983-43934-7-2